

অক্ষয় তৃতীয়াঃ

অক্ষয় তৃতীয়াঃ

অক্ষয় তৃতীয়া সম্পর্কে একটি পুরানকি গল্প নজিে দয়ো হল :

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরি একবার মহামুনি শতানকিকে অক্ষয় তৃতীয়া তথিরি মাহাত্ম্য কীর্তন করতে বললেন ।

শতানকি বললেনে পুরাকালে খুব ক্রোধসর্বস্ব , নিষ্ঠুর এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । ধর্মকর্মে তার বন্দিদুমাত্র আগ্রহ ছিলনা । একদিন এক দরদির ক্শুধার্ত ব্রাহ্মণ তার নকিট অন্ন এবং জল ভিক্ষা চাইলেন । রণচন্ডী হয়ে ব্রাহ্মণ কর্কশ স্বরে তাঁর দুয়ার থেকে ভিখারীকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেন আর বললেনে যে অন্যত্র ভিক্ষার চেষ্টা করতে । ক্শুধা-পিপাসায় কাতর ভিখারী চলে যেতে উদ্যত হল ।

ব্রাহ্মণ পত্নী সুশীলা অতথিরি অবমাননা দেখতে না পরেে দ্রুত স্বামীর নকিট উপস্থতি হয়ে ভরদুপুরে অতথি সত্কার না হলে সংসারেরে অমঙ্গল হবে এবং গৃহেরে ধন সমৃদ্ধি লোপ পাবে ... একথা জানালেন ।

স্বামীর দকি থেকে মুখ ফরিয়ে ভিখারীকে তিনি ডাক দিলেন এবং ভিখারীর অন্যত্র যাবার প্রয়োজন নেই সের কথা জানালেন । সুশীলা ত্রস্তপদে তার জন্ম অন্নজল আনবার ব্যবস্থা করলেন । কিছুপরই তিনি অতথি ভিক্ষুকরে সামনে সুশীতল জল এবং অন্ন-ব্য়ঞ্জন নিয়ে হাজরি হলেন । ভিখারী বামুন অতীব সন্তুষ্ট হলেন এবং সেরে যাত্রায় সুশীলাকে আশীর্বাদ করে সেরে অন্নজল দানকে অক্ষয় দান বলে অভিহিত করে চলে গেলেন ।

বহুবছর পর সেরে উগ্রচন্ড ব্রাহ্মণেরে অন্তমিকাল উপস্থতি হল । যমদূতেরে এসে তার শয়িরে হাজরি । ব্রাহ্মণেরে দেহপঞ্জির ছড়ে তার প্রাণবায়ু বের হ'ল বলে । তার শেষেরে সেরে ভয়ঙ্কর সময় উপস্থতি । ক্শুধা ও তৃষ্ণায় তার কন্ঠ ও তালু শুকিয়ে গেলে । তার ওপর যমদূতেরে কঠোর অত্যাচার । ব্রাহ্মণ তাদের কাছে দুফোঁটা জল চাইল এবং তাকে সেরে যাত্রায় উদ্ধার করতে বলল ।

যমদূতেরে তখন একহাত নলি ব্রাহ্মণেরে ওপর ।

তারা বলল " মনে নেই ? তুমি তোর গৃহ থেকে অতথি ভিখারীকে নিরঞ্জলা বদিয়ে করছিলে ?"

বলতে বলতে তারা ব্রাহ্মণকে টানতে টানতে ধর্মরাজের কাছে নিয়ে গেলে ।

ধর্মরাজ ব্রাহ্মণেরে দকি তাকিয়ে বললেন " ঐকে কেনে আমার কাছে এনেছে? ইনি মহা পুণ্যবান ব্য়ক্তি । বশোখমাসেরে শুক্লা তৃতীয়া তথিতে এনার পত্নী তৃষ্ণার্ত অতথিকে অন্নজল দান করছেন । এই দান অক্ষয় দান ।

সেরে পুণ্যে ইনি পুণ্যাত্মা । আর সেরে পুণ্যফলে এনার নরক গমন হবনো । ব্রাহ্মণকে তোর জল দাও । এনার প্রাণবায়ু নিরগত হতে দাও । শীঘ্রই ইনি স্বর্গে গমন করবেন "